

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দুঃখের অমানিশা কি পোহাবে না?

মো. আবু হানিফ ভূইয়া

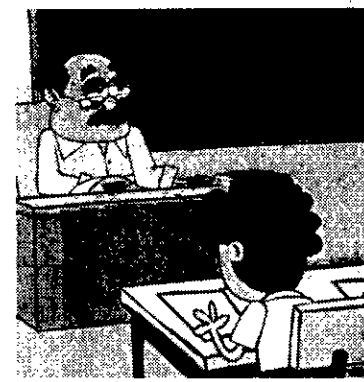
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্তরে প্রায় ৯৫% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরির ৪ লাখ ৭৭ হাজার ৩২০ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত প্রাণী। একই যোগ্যতাসম্পন্ন, একই সিলেবাসের পাঠ্যবইয়ে পাঠদান করা এবং প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা যথেষ্ট এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক বেতন বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। যেমন—

১. একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক সরকার থেকে স্কেল অনুসারে ১০০% বেতনের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা এবং উৎসব ভাতা যথাক্রমে ১ হাজার টাকা, ৫শ' টাকা এবং মূল বেতন স্কেলের ২৫% পেয়ে থাকেন; কিন্তু তার মূল বেতন স্কেলের ৫% হারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, শিক্ষা ভাতা, বৈশাখী ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড কিছুই নেই। পক্ষান্তরে একজন সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তা বা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক মূল বেতন স্কেলের সঙ্গে ৫% হারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি আকারে বেতন, শিক্ষা ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ১ হাজার টাকা, বৈশাখী ভাতা, বাড়ি ভাড়া এবং উৎসব ভাতা যথাক্রমে বেতনের ২০%, ৪০% বা ৬০% এবং

১০০% পেয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে তার প্রভিডেন্ট ফান্ডও চালু রয়েছে। অর্থাৎ একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে একজন সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তা বা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষকের দুটি ক্ষেত্রে মিল (স্কেল ও চিকিৎসা ভাতা) থাকলেও বাকি সব ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

২. পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেখানে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা 'প্রভাষক' থেকে পদোন্নতি পেয়ে শিক্ষা ক্যাবিনেটের সর্বোচ্চ পদ 'অধ্যাপক' পর্যন্ত আসীন হয়, সেখানে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা 'প্রভাষক' থেকে শিক্ষা ক্যাবিনেটের দ্বিতীয় ধাপ 'সহকারী অধ্যাপক' পর্যন্ত পদোন্নতি পেয়ে থাকেন, যা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যার ৭:২ বা ৫:২ অনুপাতে, অর্থাৎ বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের ২৯ থেকে ৪০ ভাগ এ সুযোগটি পেয়ে থাকেন। বাকি ৬০ থেকে ৭১ ভাগ শিক্ষক 'প্রভাষক' পদে বোণদান করে সে পদে বহাল থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। এমন ঘটনাও রয়েছে— এক কলেজে বাবা 'প্রভাষক' পদে চাকরির আর অপর এক কলেজে ছেলে বা ছেলের বয়সী সহকর্মী 'সহকারী অধ্যাপক' পদে উন্নীত হয়েছেন। এটা শিক্ষকদের জন্য অপমান ও লজ্জার বিষয় নয় কি? এ অবস্থায় একজন শিক্ষককে রবীন্দ্রনাথের গান 'জেনে শুনে বিষ করছি পান' গোনা বা আওড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় আছে? ৩. দেশের গুটিরকয়ক নামিদানি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, দক্ষতা-উন্নয়ন ভাতা, বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য ভাতাদি দিয়ে থাকলেও প্রায় ৯৯% এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছাত্রদের কাছ থেকে টিউশন ও উন্নয়নসহ অন্যান্য ফি নিয়ে থাকে, কিন্তু শিক্ষকদের আর্থিকভাবে সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। অথচ টিউশন ফি পুরোটাই শিক্ষকদের



বেতন-ভাতা ও উন্নয়ন ফি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার কথা। বাস্তব কথা— প্রতিষ্ঠান কত টাকা আয় করে এবং কত টাকা ব্যয় করে; শিক্ষকদের তা জানার কোনো অবকাশ নেই। কয়টা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব তহবিল থেকে কলেজ অবকাঠামো উন্নয়নে খরচ করে, তা ২-পাদের

সবারই জানা। উপরন্তু ফলাফল খারাপ হলে ছমকি-ধমকিসহ নানা আইন-কানুন করে শিক্ষকদের মানসিকভাবে চাপের মধ্যে রাখা হয়। মনে হয়, সমাজ বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের শিক্ষক হিসেবে তো নয়-ই, মানুষও মনে করে না।

৪. মাসিক বেতন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে শিক্ষকদের হস্তগত হবে, এমন সরকারি নির্দেশনা থাকলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের অবহেলার কারণে শিক্ষকরা প্রায়ই যথেষ্ট দেরিতে মাসিক বেতন ভুলে থাকেন। যেমন, গত জুন মাসের বেতন আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তুলতে পেরেছেন। এর ফলে তাদের আর্থিক ও মানসিক কষ্টের সীমা থাকে না। উপরন্তু যেখানে প্রাপ্ত মাসিক বেতন দিয়ে একজন শিক্ষক তার সংসার চালাতে হিমশিম খায়, সেখানে অবসর ভাতা ও কল্যাণ তহবিল বাবদ মূল বেতন স্কেলের ৬% এর পরিবর্তে ১০% কেটে রাখা (আপাতত স্থগিত) 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' ছাঁড়ানো কিছুই নয়।

৫. এখানেই শেষ নয়, অবসর গ্রহণের পর ভোগান্তির মাত্রা আরও বাড়তে থাকে। ৪-৫ বছর পরও শিক্ষকরা তাদের শেষ অবলম্বন (অবসর ভাতা এবং কল্যাণ তহবিল)-এর যৎসামান্য টাকা হাতে পান না। এ দিনগুলো কীভাবে একজন শিক্ষক দিনাতিপাত করেন, আমরা কি তা ভেবে দেখছি? অনেকে এ প্রাপ্য অর্থ না পেয়েই দুঃখজনকভাবে মৃত্যুবরণ

করেছেন; আবার কেউ কেউ অসুখে-বিসুখে মৃত্যুশয্যায়ায় শায়িত আছেন।

যে দেশের শিক্ষকরা এত অবহেলিত, সে দেশের শিক্ষা তথা জাতি উন্নত হতে পারে না। সরকার যেহেতু শিক্ষকদের ১০০% বেতন দিয়ে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ৮০% অবদান রাখে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে সরকারি কোষাগারে কানাকড়িও জমা দিতে হয় না, তাহলে প্রতিষ্ঠানের এত আয় যাচ্ছে কোথায়? কথিত আছে, উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে অবিশ্বাস্য ভাউচার জমা দিয়ে তহবিল লুটতরাজ চলে। যেমন, ১০ হাজার টাকা খরচের বিপরীতে ২০ হাজার টাকার ভাউচার জমা হয়। সুতরাং সরকারই পরোক্ষভাবে এ লুটতরাজের সুযোগ করে দিয়ে বেসরকারি স্কুল, কলেজের ব্যয় নিয়ে নানা অপ্রীতিকর বিবৃতি দেয়।

সরকার যদি বেসরকারি স্কুল, কলেজের সব আয় নিয়ে শিক্ষকদের চাকরি তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করে, তাহলে প্রতিষ্ঠান যেমন অসাধুচক্রের জিম্মি দশা থেকে মুক্তি পাবে, তেমনি সরকারের শিক্ষা খাতে ব্যয়ভার কমবে এবং লাভ হবে। পাশাপাশি শিক্ষকরাও আর্থিক ও মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করবেন এবং মর্যাদাবান হবেন।

প্রভাষক, অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ
রামচন্দ্রপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা
han:f745951@gmail.com

ব্যবহারের নিয়ম	
১. প্রিন্ট আউট করুন	২. প্রিন্ট আউট করুন
৩. প্রিন্ট আউট করুন	৪. প্রিন্ট আউট করুন
৫. প্রিন্ট আউট করুন	৬. প্রিন্ট আউট করুন
৭. প্রিন্ট আউট করুন	৮. প্রিন্ট আউট করুন
৯. প্রিন্ট আউট করুন	১০. প্রিন্ট আউট করুন
১১. প্রিন্ট আউট করুন	১২. প্রিন্ট আউট করুন
১৩. প্রিন্ট আউট করুন	১৪. প্রিন্ট আউট করুন
১৫. প্রিন্ট আউট করুন	১৬. প্রিন্ট আউট করুন
১৭. প্রিন্ট আউট করুন	১৮. প্রিন্ট আউট করুন
১৯. প্রিন্ট আউট করুন	২০. প্রিন্ট আউট করুন

১৩. ১৫. ১৭. ১৯. ২১. ২৩. ২৫. ২৭. ২৯. ৩১. ৩৩. ৩৫. ৩৭. ৩৯. ৪১. ৪৩. ৪৫. ৪৭. ৪৯. ৫১. ৫৩. ৫৫. ৫৭. ৫৯. ৬১. ৬৩. ৬৫. ৬৭. ৬৯. ৭১. ৭৩. ৭৫. ৭৭. ৭৯. ৮১. ৮৩. ৮৫. ৮৭. ৮৯. ৯১. ৯৩. ৯৫. ৯৭. ৯৯. ১০১. ১০৩. ১০৫. ১০৭. ১০৯. ১১১. ১১৩. ১১৫. ১১৭. ১১৯. ১২১. ১২৩. ১২৫. ১২৭. ১২৯. ১৩১. ১৩৩. ১৩৫. ১৩৭. ১৩৯. ১৪১. ১৪৩. ১৪৫. ১৪৭. ১৪৯. ১৫১. ১৫৩. ১৫৫. ১৫৭. ১৫৯. ১৬১. ১৬৩. ১৬৫. ১৬৭. ১৬৯. ১৭১. ১৭৩. ১৭৫. ১৭৭. ১৭৯. ১৮১. ১৮৩. ১৮৫. ১৮৭. ১৮৯. ১৯১. ১৯৩. ১৯৫. ১৯৭. ১৯৯. ২০১. ২০৩. ২০৫. ২০৭. ২০৯. ২১১. ২১৩. ২১৫. ২১৭. ২১৯. ২২১. ২২৩. ২২৫. ২২৭. ২২৯. ২৩১. ২৩৩. ২৩৫. ২৩৭. ২৩৯. ২৪১. ২৪৩. ২৪৫. ২৪৭. ২৪৯. ২৫১. ২৫৩. ২৫৫. ২৫৭. ২৫৯. ২৬১. ২৬৩. ২৬৫. ২৬৭. ২৬৯. ২৭১. ২৭৩. ২৭৫. ২৭৭. ২৭৯. ২৮১. ২৮৩. ২৮৫. ২৮৭. ২৮৯. ২৯১. ২৯৩. ২৯৫. ২৯৭. ২৯৯. ৩০১. ৩০৩. ৩০৫. ৩০৭. ৩০৯. ৩১১. ৩১৩. ৩১৫. ৩১৭. ৩১৯. ৩২১. ৩২৩. ৩২৫. ৩২৭. ৩২৯. ৩৩১. ৩৩৩. ৩৩৫. ৩৩৭. ৩৩৯. ৩৪১. ৩৪৩. ৩৪৫. ৩৪৭. ৩৪৯. ৩৫১. ৩৫৩. ৩৫৫. ৩৫৭. ৩৫৯. ৩৬১. ৩৬৩. ৩৬৫. ৩৬৭. ৩৬৯. ৩৭১. ৩৭৩. ৩৭৫. ৩৭৭. ৩৭৯. ৩৮১. ৩৮৩. ৩৮৫. ৩৮৭. ৩৮৯. ৩৯১. ৩৯৩. ৩৯৫. ৩৯৭. ৩৯৯. ৪০১. ৪০৩. ৪০৫. ৪০৭. ৪০৯. ৪১১. ৪১৩. ৪১৫. ৪১৭. ৪১৯. ৪২১. ৪২৩. ৪২৫. ৪২৭. ৪২৯. ৪৩১. ৪৩৩. ৪৩৫. ৪৩৭. ৪৩৯. ৪৪১. ৪৪৩. ৪৪৫. ৪৪৭. ৪৪৯. ৪৫১. ৪৫৩. ৪৫৫. ৪৫৭. ৪৫৯. ৪৬১. ৪৬৩. ৪৬৫. ৪৬৭. ৪৬৯. ৪৭১. ৪৭৩. ৪৭৫. ৪৭৭. ৪৭৯. ৪৮১. ৪৮৩. ৪৮৫. ৪৮৭. ৪৮৯. ৪৯১. ৪৯৩. ৪৯৫. ৪৯৭. ৪৯৯. ৫০১. ৫০৩. ৫০৫. ৫০৭. ৫০৯. ৫১১. ৫১৩. ৫১৫. ৫১৭. ৫১৯. ৫২১. ৫২৩. ৫২৫. ৫২৭. ৫২৯. ৫৩১. ৫৩৩. ৫৩৫. ৫৩৭. ৫৩৯. ৫৪১. ৫৪৩. ৫৪৫. ৫৪৭. ৫৪৯. ৫৫১. ৫৫৩. ৫৫৫. ৫৫৭. ৫৫৯. ৫৬১. ৫৬৩. ৫৬৫. ৫৬৭. ৫৬৯. ৫৭১. ৫৭৩. ৫৭৫. ৫৭৭. ৫৭৯. ৫৮১. ৫৮৩. ৫৮৫. ৫৮৭. ৫৮৯. ৫৯১. ৫৯৩. ৫৯৫. ৫৯৭. ৫৯৯. ৬০১. ৬০৩. ৬০৫. ৬০৭. ৬০৯. ৬১১. ৬১৩. ৬১৫. ৬১৭. ৬১৯. ৬২১. ৬২৩. ৬২৫. ৬২৭. ৬২৯. ৬৩১. ৬৩৩. ৬৩৫. ৬৩৭. ৬৩৯. ৬৪১. ৬৪৩. ৬৪৫. ৬৪৭. ৬৪৯. ৬৫১. ৬৫৩. ৬৫৫. ৬৫৭. ৬৫৯. ৬৬১. ৬৬৩. ৬৬৫. ৬৬৭. ৬৬৯. ৬৭১. ৬৭৩. ৬৭৫. ৬৭৭. ৬৭৯. ৬৮১. ৬৮৩. ৬৮৫. ৬৮৭. ৬৮৯. ৬৯১. ৬৯৩. ৬৯৫. ৬৯৭. ৬৯৯. ৭০১. ৭০৩. ৭০৫. ৭০৭. ৭০৯. ৭১১. ৭১৩. ৭১৫. ৭১৭. ৭১৯. ৭২১. ৭২৩. ৭২৫. ৭২৭. ৭২৯. ৭৩১. ৭৩৩. ৭৩৫. ৭৩৭. ৭৩৯. ৭৪১. ৭৪৩. ৭৪৫. ৭৪৭. ৭৪৯. ৭৫১. ৭৫৩. ৭৫৫. ৭৫৭. ৭৫৯. ৭৬১. ৭৬৩. ৭৬৫. ৭৬৭. ৭৬৯. ৭৭১. ৭৭৩. ৭৭৫. ৭৭৭. ৭৭৯. ৭৮১. ৭৮৩. ৭৮৫. ৭৮৭. ৭৮৯. ৭৯১. ৭৯৩. ৭৯৫. ৭৯৭. ৭৯৯. ৮০১. ৮০৩. ৮০৫. ৮০৭. ৮০৯. ৮১১. ৮১৩. ৮১৫. ৮১৭. ৮১৯. ৮২১. ৮২৩. ৮২৫. ৮২৭. ৮২৯. ৮৩১. ৮৩৩. ৮৩৫. ৮৩৭. ৮৩৯. ৮৪১. ৮৪৩. ৮৪৫. ৮৪৭. ৮৪৯. ৮৫১. ৮৫৩. ৮৫৫. ৮৫৭. ৮৫৯. ৮৬১. ৮৬৩. ৮৬৫. ৮৬৭. ৮৬৯. ৮৭১. ৮৭৩. ৮৭৫. ৮৭৭. ৮৭৯. ৮৮১. ৮৮৩. ৮৮৫. ৮৮৭. ৮৮৯. ৮৯১. ৮৯৩. ৮৯৫. ৮৯৭. ৮৯৯. ৯০১. ৯০৩. ৯০৫. ৯০৭. ৯০৯. ৯১১. ৯১৩. ৯১৫. ৯১৭. ৯১৯. ৯২১. ৯২৩. ৯২৫. ৯২৭. ৯২৯. ৯৩১. ৯৩৩. ৯৩৫. ৯৩৭. ৯৩৯. ৯৪১. ৯৪৩. ৯৪৫. ৯৪৭. ৯৪৯. ৯৫১. ৯৫৩. ৯৫৫. ৯৫৭. ৯৫৯. ৯৬১. ৯৬৩. ৯৬৫. ৯৬৭. ৯৬৯. ৯৭১. ৯৭৩. ৯৭৫. ৯৭৭. ৯৭৯. ৯৮১. ৯৮৩. ৯৮৫. ৯৮৭. ৯৮৯. ৯৯১. ৯৯৩. ৯৯৫. ৯৯৭. ৯৯৯. ১০০১. ১০০৩. ১০০৫. ১০০৭. ১০০৯. ১০১১. ১০১৩. ১০১৫. ১০১৭. ১০১৯. ১০২১. ১০২৩. ১০২৫. ১০২৭. ১০২৯. ১০৩১. ১০৩৩. ১০৩৫. ১০৩৭. ১০৩৯. ১০৪১. ১০৪৩. ১০৪৫. ১০৪৭. ১০৪৯. ১০৫১. ১০৫৩. ১০৫৫. ১০৫৭. ১০৫৯. ১০৬১. ১০৬৩. ১০৬৫. ১০৬৭. ১০৬৯. ১০৭১. ১০৭৩. ১০৭৫. ১০৭৭. ১০৭৯. ১০৮১. ১০৮৩. ১০৮৫. ১০৮৭. ১০৮৯. ১০৯১. ১০৯৩. ১০৯৫. ১০৯৭. ১০৯৯. ১১০১. ১১০৩. ১১০৫. ১১০৭. ১১০৯. ১১১১. ১১১৩. ১১১৫. ১১১৭. ১১১৯. ১১২১. ১১২৩. ১১২৫. ১১২৭. ১১২৯. ১১৩১. ১১৩৩. ১১৩৫. ১১৩৭. ১১৩৯. ১১৪১. ১১৪৩. ১১৪৫. ১১৪৭. ১১৪৯. ১১৫১. ১১৫৩. ১১৫৫. ১১৫৭. ১১৫৯. ১১৬১. ১১৬৩. ১১৬৫. ১১৬৭. ১১৬৯. ১১৭১. ১১৭৩. ১১৭৫. ১১৭৭. ১১৭৯. ১১৮১. ১১৮৩. ১১৮৫. ১১৮৭. ১১৮৯. ১১৯১. ১১৯৩. ১১৯৫. ১১৯৭. ১১৯৯. ১২০১. ১২০৩. ১২০৫. ১২০৭. ১২০৯. ১২১১. ১২১৩. ১২১৫. ১২১৭. ১২১৯. ১২২১. ১২২৩. ১২২৫. ১২২৭. ১২২৯. ১২৩১. ১২৩৩. ১২৩৫. ১২৩৭. ১২৩৯. ১২৪১. ১২৪৩. ১২৪৫. ১২৪৭. ১২৪৯. ১২৫১. ১২৫৩. ১২৫৫. ১২৫৭. ১২৫৯. ১২৬১. ১২৬৩. ১২৬৫. ১২৬৭. ১২৬৯. ১২৭১. ১২৭৩. ১২৭৫. ১২৭৭. ১২৭৯. ১২৮১. ১২৮৩. ১২৮৫. ১২৮৭. ১২৮৯. ১২৯১. ১২৯৩. ১২৯৫. ১২৯৭. ১২৯৯. ১৩০১. ১৩০৩. ১৩০৫. ১৩০৭. ১৩০৯. ১৩১১. ১৩১৩. ১৩১৫. ১৩১৭. ১৩১৯. ১৩২১. ১৩২৩. ১৩২৫. ১৩২৭. ১৩২৯. ১৩৩১. ১৩৩৩. ১৩৩৫. ১৩৩৭. ১৩৩৯. ১৩৪১. ১৩৪৩. ১৩৪৫. ১৩৪৭. ১৩৪৯. ১৩৫১. ১৩৫৩. ১৩৫৫. ১৩৫৭. ১৩৫৯. ১৩৬১. ১৩৬৩. ১৩৬৫. ১৩৬৭. ১৩৬৯. ১৩৭১. ১৩৭৩. ১৩৭৫. ১৩৭৭. ১৩৭৯. ১৩৮১. ১৩৮৩. ১৩৮৫. ১৩৮৭. ১৩৮৯. ১৩৯১. ১৩৯৩. ১৩৯৫. ১৩৯৭. ১৩৯৯. ১৪০১. ১৪০৩. ১৪০৫. ১৪০৭. ১৪০৯. ১৪১১. ১৪১৩. ১৪১৫. ১৪১৭. ১৪১৯. ১৪২১. ১৪২৩. ১৪২৫. ১৪২৭. ১৪২৯. ১৪৩১. ১৪৩৩. ১৪৩৫. ১৪৩৭. ১৪৩৯. ১৪৪১. ১৪৪৩. ১৪৪৫. ১৪৪৭. ১৪৪৯. ১৪৫১. ১৪৫৩. ১৪৫৫. ১৪৫৭. ১৪৫৯. ১৪৬১. ১৪৬৩. ১৪৬৫. ১৪৬৭. ১৪৬৯. ১৪৭১. ১৪৭৩. ১৪৭৫. ১৪৭৭. ১৪৭৯. ১৪৮১. ১৪৮৩. ১৪৮৫. ১৪৮৭. ১৪৮৯. ১৪৯১. ১৪৯৩. ১৪৯৫. ১৪৯৭. ১৪৯৯. ১৫০১. ১৫০৩. ১৫০৫. ১৫০৭. ১৫০৯. ১৫১১. ১৫১৩. ১৫১৫. ১৫১৭. ১৫১৯. ১৫২১. ১৫২৩. ১৫২৫. ১৫২৭. ১৫২৯. ১৫৩১. ১৫৩৩. ১৫৩৫. ১৫৩৭. ১৫৩৯. ১৫৪১. ১৫৪৩. ১৫৪৫. ১৫৪৭. ১৫৪৯. ১৫৫১. ১৫৫৩. ১৫৫৫. ১৫৫৭. ১৫৫৯. ১৫৬১. ১৫৬৩. ১৫৬৫. ১৫৬৭. ১৫৬৯. ১৫৭১. ১৫৭৩. ১৫৭৫. ১৫৭৭. ১৫৭৯. ১৫৮১. ১৫৮৩. ১৫৮৫. ১৫৮৭. ১৫৮৯. ১৫৯১. ১৫৯৩. ১৫৯৫. ১৫৯৭. ১৫৯৯. ১৬০১. ১৬০৩. ১৬০৫. ১৬০৭. ১৬০৯. ১৬১১. ১৬১৩. ১৬১৫. ১৬১৭. ১৬১৯. ১৬২১. ১৬২৩. ১৬২৫. ১৬২৭. ১৬২৯. ১৬৩১. ১৬৩৩. ১৬৩৫. ১৬৩৭. ১৬৩৯. ১৬৪১. ১৬৪৩. ১৬৪৫. ১৬৪৭. ১৬৪৯. ১৬৫১. ১৬৫৩. ১৬৫৫. ১৬৫৭. ১৬৫৯. ১৬৬১. ১৬৬৩. ১৬৬৫. ১৬৬৭. ১৬৬৯. ১৬৭১. ১৬৭৩. ১৬৭৫. ১৬৭৭. ১৬৭৯. ১৬৮১. ১৬৮৩. ১৬৮৫. ১৬৮৭. ১৬৮৯. ১৬৯১. ১৬৯৩. ১৬৯৫. ১৬৯৭. ১৬৯৯. ১৭০১. ১৭০৩. ১৭০৫. ১৭০৭. ১৭০৯. ১৭১১. ১৭১৩. ১৭১৫. ১৭১৭. ১৭১৯. ১৭২১. ১৭২৩. ১৭২৫. ১৭২৭. ১৭২৯. ১৭৩১. ১৭৩৩. ১৭৩৫. ১৭৩৭. ১৭৩৯. ১৭৪১. ১৭৪৩. ১৭৪৫. ১৭৪৭. ১৭৪৯. ১৭৫১. ১৭৫৩. ১৭৫৫. ১৭৫৭. ১৭৫৯. ১৭৬১. ১৭৬৩. ১৭৬৫. ১৭৬৭. ১৭৬৯. ১৭৭১. ১৭৭৩. ১৭৭৫. ১৭৭৭. ১৭৭৯. ১৭৮১. ১৭৮৩. ১৭৮৫. ১৭৮৭. ১৭৮৯. ১৭৯১. ১৭৯৩. ১৭৯৫. ১৭৯৭. ১৭৯৯. ১৮০১. ১৮০৩. ১৮০৫. ১৮০৭. ১৮০৯. ১৮১১. ১৮১৩. ১৮১৫. ১৮১৭. ১৮১৯. ১৮২১. ১৮২৩. ১৮২৫. ১৮২৭. ১৮২৯. ১৮৩১. ১৮৩৩. ১৮৩৫. ১৮৩৭. ১৮৩৯. ১৮৪১. ১৮৪৩. ১৮৪৫. ১৮৪৭. ১৮৪৯. ১৮৫১. ১৮৫৩. ১৮৫৫. ১৮৫৭. ১৮৫৯. ১৮৬১. ১৮৬৩. ১৮৬৫. ১৮৬৭. ১৮৬৯. ১৮৭১. ১৮৭৩. ১৮৭৫. ১৮৭৭. ১৮৭৯. ১৮৮১. ১৮৮৩. ১৮৮৫. ১৮৮৭. ১৮৮৯. ১৮৯১. ১৮৯৩. ১৮৯৫. ১৮৯৭. ১৮৯৯. ১৯০১. ১৯০৩. ১৯০৫. ১৯০৭. ১৯০৯. ১৯১১. ১৯১৩. ১৯১৫. ১৯১৭. ১৯১৯. ১৯২১. ১৯২৩. ১৯২৫. ১৯২৭. ১৯২৯. ১৯৩১. ১৯৩৩. ১৯৩৫. ১৯৩৭. ১৯৩৯. ১৯৪১. ১৯৪৩. ১৯৪৫. ১৯৪৭. ১৯৪৯. ১৯৫১. ১৯৫৩. ১৯৫৫. ১৯৫৭. ১৯৫৯. ১৯৬১. ১৯৬৩. ১৯৬৫. ১৯৬৭. ১৯৬৯. ১৯৭১. ১৯৭৩. ১৯৭৫. ১৯৭৭. ১৯৭৯. ১৯৮১. ১৯৮৩. ১৯৮৫. ১৯৮৭. ১৯৮৯. ১৯৯১. ১৯৯৩. ১৯৯৫. ১৯৯৭. ১৯৯৯. ২০০১. ২০০৩. ২০০৫. ২০০৭. ২০০৯. ২০১১. ২০১৩. ২০১৫. ২০১